দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 25 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

দু'যুগ ধরে অধ্যাদেশে চবিতে ভিসি নিয়োগ হচ্ছে না

আরিফ জানান, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেট সদস্যদের মাধ্যমে ৩ জনের প্যানেল নির্বাচনের জন্য গত ২৩ মে সভা আহ্বান করা হয়েছিল। তাঁর মতে, একটি স্বার্থান্বেষী মহল সেটি বাধাগ্রস্ত করেছে, যা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রম ও গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য শুভ নয়। এ বিষয়ে সিনেট সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আলী আজগর চৌধুরী গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে ভিসি নিয়োগ জরুরী। তবে এক্ষেত্রে সিনেটের বিভিন্ন ক্যাটাগরিপূর্ণ করাও প্রয়োজন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর ড. সালেহ উদ্দিন জানান, 'বর্তমান ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট শুরু থেকে লঙ্ঘন করে আসছেন। এখন তিনি শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রতিনিধিদের দিয়ে ভিসি প্যানেল নির্বাচন দিতে চাচ্ছেন। কারণ, এ শিক্ষক প্রতিনিধিরা সকলেই তাকে ভোট দেবেন। তিনি জানান, বর্তমান ভিসি দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাই এখন তিনি নিজ স্বার্থে যে কোন কিছু করতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না।

প্যানেল নির্বাচন বিষয় নিয়ে কাল হাইকোর্টে শুনানি

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ১৫ জুন বর্তমান সরকারপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল আজিম আরিফ প্রথম দফায় ভিসি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মোট সদস্য ১০১ জন। এর মধ্যে ভিসি, প্রো-ভিসি, সরকার মনোনীত ৫ কর্মকর্তা, স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ৫ সংসদ সদস্য, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ৫ শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ৫ গবেষক, একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ৫টি কলেজের অধ্যক্ষ, একাডেমিক কাউন্সিল মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহ হতে ১০ শিক্ষক, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচিত ২৫ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি, শিক্ষক নির্বাচিত ৩৩ শিক্ষক প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার্থীদের ৫ প্রতিনিধি রয়েছেন. যারা শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

এর মধ্যে গত ২ মে সিনেটের ৩৩ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ১৪ বছর পর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সর্বশেষ